বাংলা প্রকাশনার ক্ষেত্রে সম্পাদকের দায়িত্ব

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

বিষয় নির্বাচন : গ্রন্থ প্রকাশনা ক্ষেত্রে যথাযথ রূপদান খুব সহজ নয়। যদিও এ-বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা প্রকাশকের তবুও বলতে বাধা নেই স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে ভাব ও ভাবনাসমৃদ্ধ বিষয়ের সুসংযত প্রকাশে প্রকাশিতব্য পাণ্ডুলিপিটি যথার্থরূপে সম্পাদনা করার কাজটি বর্তায় সম্পাদকের উপর। এ-কাজে যদি সম্পাদকের সামান্য বিচ্যুতি ঘটে তাহলে অনুশোচনার অন্ত থাকে না। প্রকাশনার প্রতিটি স্তরে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সম্পাদনার কাজ চালাতে হয়। প্রাচীন কালের প্রকাশনা দেখে জানতে পারি, তখন বই প্রকাশ হত এ-বিষয়টার প্রতি দৃষ্টি না রেখে। বর্তমানের প্রকাশকগণও দেখতে পাই পাণ্ডুলিপি যথোপযুক্তরূপে সম্পাদনা না করেই বইটি প্রকাশ করে থাকেন। এ - বিষয়ে মাঝেমধ্যে 'জিজ্ঞাসা'র প্রবাদপ্রতিম কর্ণধার শ্রীশকুমার কুণ্ডু আমাকে চিঠি লিখে তাঁর প্রকাশনার অফিসে ডেকে নিয়ে যেতেন এবং বর্তমান প্রকাশনার হাল হকিকত নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি বলতেন, 'দেখুন বিশ্বনাথবাবু, আপনি কর্মীরূপে বঙ্গীয় সাহিত্য - পরিষদে দীর্ঘদিন ধরে এর প্রকাশনা জগতের সঙ্গে যুক্ত, আপনার কি মনে হয় না, প্রকাশ - কর্তাদের প্রাথমিক প্রয়োজন আত্ম - জিজ্ঞাসার? প্রকাশকরূপে জীবিকাগ্রহণের আবেদন কতটা পুষ্ট, কতটা স্থায়ী, সে সম্পর্কে চিন্তা সুস্থির করা? এক্ষেত্রে অস্থায়ী অনুপ্রবেশ কখনও যে চমক সৃষ্টি করবে না, তা নয়, তবে তা পরিণামে শুভদায়ক নাও হতে পারে। প্রকাশকের মানসিক গঠন এবং তাঁর কর্মনিষ্ঠাই এ প্রশ্নের যথার্থ সমাধান করতে সক্ষম।'

আমি মাথা নেড়ে স্বীকার করি শ্রীশবাবুর কথা। তিনি বলতে থাকেন : 'প্রকাশনার প্রয়োজন গ্রন্থবিষয়ক সমস্ত প্রকার জিজ্ঞাসার সরেজমিন খতিয়ান। এই খতিয়ানে স্থান-কাল-পাত্রগত সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করা যেমন অপরিহার্য, তেমনি অপরিহার্য বিষয় হল জাতীয় জীবনে প্রকাশিতব্য গ্রন্থগত বিষয়ের গুরুত্ব সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে কতটা গভীর তা অনুধাবন করা।'

আমি বলি, 'আমি কিন্তু এসব বিষয় এতটা গভীরভাবে আপনার মতো করে ভেবে দেখিনি।'

'কেন ভাবেননি?' তিনি বলেন, 'আপনি তো শুধু গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিষদেরই নয়, প্রখ্যাত প্রকাশনালয় শিশু সাহিত্য সংসদ বা সাহিত্য সংসদের প্রকাশনার সঙ্গেও যুক্ত আছেন।

'হ্যাঁ আছি।' আমি বলি, 'এ ভাবনাগুলো সংসদের কর্ণধার মহেন্দ্রনাথ দত্ত এবং পরবর্তী কালে দেবজ্যোতি ত্ত এবং তাঁর স্ত্রী চন্দনা দত্ত গভীরভাবে অনুভব করে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। আমার হাতে এঁরা যে সব পাণ্ডুলিপি বা গ্রন্থ সম্পাদনা করার জন্য ছেড়ে দেন তা আমি সম্পাদনা করতে চেষ্টা বটে কিন্তু মাঝেমধ্যে ওঁরাও এতে হাত লাগন। বিশেষ করে দেবজ্যোতিবাবুর কথায় 'সুসম্পাদনা কার্যে প্রয়োজন। আমরা নিজেদের প্রবণতাবোধে প্রকাশিতব্য বিষয় নির্বাচন করি। এই প্রয়োগ এবং নিয়োগ অর্থাৎ বিষয়টার মধ্যে কী রাখব, কী রাখব না বা কতটুকু রাখব বা রাখবনা এটা কিন্তু সম্পাদনা যিনি করেন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেই তবে পাণ্ডুলিপি ছাপতে দিই।'

এবার বলছি, বিষয়ের কিন্তু শেষ নেই। শুধু সুকুমার সাহিত্য, সংগীত-নাটক-কাব্য-ধর্ম-দর্শনাদি বিষয় তা মানবিকী বিদ্যামূলক ধারা অবলম্বিত বিষয়ই নয়, বিষয় বিষয়ান্তর ছড়িয়ে আছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শত ধারায়, রয়েছে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের প্রতি অঙ্গের এক-একটি বিষয়ের এক এক রকম বিষয়বস্তু অবলম্বন করে। প্রকাশনাক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচন সম্পূর্ণভাবেই প্রকাশকের নিজস্ব ব্যাপার। নির্বাচন পর্বে প্রকাশক একটি ধারা ধরে বিষয় নির্বাচন এবং তার প্রকাশনায় সম্পৃক্ত বিষয় সমূহের কথা বিশেষভাবে করবেন এক্ষেত্রে একটি সাধারণ ধারার কথা সংক্ষিপ্তাকারে বলি—

১। গ্রন্থ নির্বাচন প্রসঙ্গ
   - ক। গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়,
   - খ। গ্রন্থের স্থান-কাল-পাত্র ভেদে গ্রাহ্য সীমা,
   - গ। গ্রন্থের ক্রমপর্যায় ও শ্রেণিবিভাগ,
   - ঘ। লেখনশৈলী ও মাননির্ণয়,
   - ঙ। প্রকাশনায় সম্ভাব্য বিনিয়োগ ও আয়-ব্যয় প্রশ্ন।

২। নির্বাচন পর্বে লেখক-প্রকাশক প্রসঙ্গ:
   - ক। লেখক + পাণ্ডুলিপি = পাণ্ডুলিপি; ব্যবহার বিধি এবং আর্থিক প্রসঙ্গ নীমাংসা,
   - খ। প্রকাশক + পাণ্ডুলিপি = পাণ্ডুলিপি-পাঠক : গ্রন্থগত এবং ব্যবসায়গত মতামত।

৩। নির্বাচিত গ্রন্থের প্রকাশন প্রসঙ্গ :
   - ক। পাণ্ডুলিপি পরিমার্জন প্রশ্ন = লেখক-সম্পাদক : ভাবগত, ভাষাগত, কালগত,
   - খ। মুদ্রণোপযোগী পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা, প্রয়োজনবোধে লিপিকরণ,
   - গ। আকার নির্ধারণ, হরফ নির্বাচন, অলংকরণ, প্রচ্ছদ, ছবি ও ব্লক এবং অন্যান্য অনুসঙ্গ বিষয় বিবেচনা,
   - ঘ। গ্রন্থের সম্ভাব্য মূল্যানুপাতিক আয়-ব্যয়ের খসড়া প্রস্তুত।

৪। নির্বাচিত গ্রন্থের মুদ্রণ-প্রসঙ্গ:

ক। প্রকাশক + পাণ্ডুলিপি = মুদ্রাকর : মুদ্রণজনিত ব্যবহারবিধি, মুদ্রণ সংখ্যা, মুদ্রণের সময়সীমা, কাগজ সরবরাহ,

খ। প্রুফ - রেজিস্ট্রার : সংশোধন পর্ব — আগমন, নির্গমন, সময়সীমা

গ। বাঁধাই প্রশ্ন : কত কপি প্রথমে বাঁধাই করব, কত কপি পরবর্তীতে বাঁধাইয়ের জন্য আ-বাঁধাই ফর্মাগুলো রেখে দেব।

ঘ। রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্ন : কীটনাশক ব্যবস্থা, বীমাপত্র ইত্যাদি। এছাড়াও আছে, বইগুলো দ্রুত বাজারে কাটছে না দেখে বাউন্ডার তার আ-বাঁধাই ফর্মাগুলো সের দরে বিক্রি করে এবং তার বাইন্ডিং কারখানা অন্যের কাছে বিক্রি করে দিয়ে উধাও হয়ে গেছে। লেখক হিসেবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলতে হচ্ছে। অনেক প্রকাশকেরও এ অবস্থা জানা আছে।

প্রকাশক হিসাবে এ. কে. সরকার-এর প্রয়াত অনিলকুমার সরকার বার বার একটি কথা আমাকে বলেন, 'বিশ্বনাথবাবু, মনে রাখবেন প্রকাশনা ক্ষেত্রে আমাদের সদাজাগ্রত দৃষ্টি এবং সময়োচিত কর্মপরিচালনের উপরই সমস্ত কিছু নির্ভর করতে হয়।' উল্লেখ্য, উপরি-উক্ত প্রকাশনার সঙ্গে আমি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে থাকাকালীন জড়িত হয়ে পড়েছিলাম এবং আজও এঁদের সঙ্গে মনে-প্রাণে জড়িত হয়ে আছি। এ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কর্ণধার শ্রীঅজিতকুমার সরকার, এল. এল. বি. মহাশয় বিভিন্ন রকমের ওঠা-পড়ার মধ্য দিয়ে আজ তাঁর স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের উন্নত শিখরে অধিষ্ঠান করছেন। তাঁর মত হল : 'বর্তমানে গ্রন্থ প্রকাশনার মূল খরচের (কাগজ-ছাপা-বাঁধাই) চেয়ে অপর খরচ কিছু কম নয় এবং এ-খরচও প্রকাশনা ক্ষেত্রে অনিবার্য। গ্রন্থের মূল্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে এদিকটা যেমন বিচার - বিবেচনা করে দেখতে হয়, তেমনি দেখতে হয় গ্রাহকশ্রেণি এবং তার ক্রয়ক্ষমতার কথা ভাবা।' এছাড়াও, তিনি ভাবেন লেখকদের রয়্যালটির কথা, ভাবেন উপযুক্ত প্রুফ সংশোধনকারীর পরিশ্রমিকের কথা প্রভৃতি বিষয়গুলো আমার মনে হয়, প্রকাশনার দায়িত্ব নেবার পূর্বে তিনি এল. এল. বি. পাশ করে আইনজ্ঞ হয়েছেন বলেই এসব বিষয় আন্তরিকতার সঙ্গে ভাবতে শিখেছেন।

বলা যায়, বর্তমান যুগটাই হয়ে পড়েছে আলাদা ধরনের। এমন আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত জীবানুশীলন পদ্ধতির যথার্থ সদ্ব্যবহার করার কৌশল-জ্ঞান না হলে বিপদ কিন্তু প্রতি পদে। রেডিয়ো, টেলিভিশন, কম্পিউটার যেভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের পথে বৈপ্লববিক পরিবর্তন সূচনা করছে, তেমনি প্রায় সমভাবেই প্রকাশনা স্তরে উন্নতমান রকম - রকমারি গ্রন্থ-মুদ্রণ-বন্ধন এবং পরিবেশনের ধারা গ্রন্থ প্রকাশন জগতটাকে অকল্পনীয় সম্ভাবনাময় পরিস্থিতির সম্মুখীন করে তুলেছে। প্রকাশনাস্তরে এইসব আধুনিক ধারাসমূহের প্রয়োগবিধির প্রচলন ভিন্ন কোনো সুপরিকল্পিত প্রকাশনা পরিচালন সম্ভব হবে না। বাংলা প্রকাশনায় লিপ্ত এমন অনেক প্রকাশকই রয়েছেন, যাঁরা সচেতন নন যে, আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞান আজ কতটা গভীরে আমাদের জীবনযাত্রায় এসে পৌঁছেছে। 'স্যাটিলাইট' -এর মাধ্যমে একই বিষয় একই দিনে, একই সময়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে হুবহু সেই প্রকাশন পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলা ভাষায় এমন কিছু হবার সম্ভাবনা আজ হয়তো নেই সত্য, তবে কখনো কোনো দিন বাঙালি প্রকাশক এমন কিছু করবেন না তা হলফ্ করে কে বলতে পারে?

মুদ্রণশিল্প জগতে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বাংলার বানানবিধি পরিবর্তন এবং বর্ণসংস্থাপনের যৌক্তিকতা। এ-বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের প্রায় প্রতিদিনই আলোচনা হয়ে থাকে। তাঁর রচিত 'সংসদ বানান অভিধান' গ্রন্থটি পাঠক সাধারণ দেখলেই বুঝতে পারবেন স্বচ্ছ বর্ণ কীভাবে এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দু-একটি যুক্তবর্ণের পুরোনো রীতি এবং আধুনিক স্বচ্ছ বর্ণের উল্লেখ করতে পারি। যেমন — পুরোনো 'ক্ত' = ক্ + ত্ এই দুটি বর্ণ এভাবে লেখা যেতে পারে, যেমন 'ক্ত'-তে দুটো বর্ণই আমরা চিনতে পারছি। এভাবে 'দ্ধ' = দ্ধ, 'স্থ' = স্থ, 'স্ন' = স্ন, 'হ্ন' = হ্ন, 'ক্র' = ক্র, 'ক্র' = ক্র প্রভৃতি, এসব স্বচ্ছ বর্ণের ব্যবহার তো পূর্বেও ছিল। আপনারা পুরোনো লাইনো টাইপে ছাপা বইগুলো দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।

পূর্বেই বলেছি, বিষয়ের অন্ত নেই। প্রয়োজন ভাবনায় সমুন্নত চিন্তা র সম্প্রসারণ এবং তার প্রকাশগত সর্বাঙ্গীণ চিন্তাধারার সমন্বিত প্রয়োগ। বিদেশি প্রকাশকগণের একটি গ্রন্থতালিকা হাতে নিলে বুঝতে পারি, বিদেশি প্রকাশকগণের সুযোগ - সুবিধা অনেক, বিশ্বব্যাপী তাদের সমাদর, একারণ ব্যববসায়ির সম্ভাবনাও সমধিক। ভাবতে ভালো লাগে, একটা জাতির জাতীয় আয়ের একটা বিশেষ অংশই অধিকার করে রয়েছে এই গ্রন্থ প্রকাশনা বৃত্তি।

সবশেষে বলি, এই নীরস বিষয় ভাবনাময় প্রবন্ধ হয়তো সকলের পড়তে ভালো লাগবে না। তাই এখানে ইতি টানছি। কিন্তু আক্ষেপ আমার, এই বিষয়টা নিয়ে বাংলা ভাষায় আজও বোধকরি কোনো পুস্তক প্রকাশিত হয়নি, যা পড়ে উৎসাহী প্রকাশকগণ প্রভূত উপকৃত হবেন।